যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৮৫৩

১/ বিবিধ

আরবী

الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر

ضعيف

أخرجه الدولابي في " الكنى " (2 / 107) والحاكم (3 / 343 ـ 344) والديلمي (3 / 145) من طريق أبي الشيخ، وابن عساكر (19 / 21 / 1) عن شريك عن أبي المحجل عن معفس بن عمران بن حطان عن أبي السنية قال: " رأيت أبي ذر جالسا في المسجد وحده محتبيا بكساء صوف، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... " فذكره. قلت: وهذا سند ضعيف، وقد سكت عليه الحاكم، وقال الذهبي في " تلخيصه ": " قلت: لم يصح، ولا صححه الحاكم ". وزعم المناوي في " التيسير " أنه صححه الحاكم! وأما في " الفيض "، فقال عقب قول الذهبي: " وقال ابن حجر: سنده حسن، لكن المحفوظ أنه موقوف على أبي ذر

وأقول: أنى له الحسن؟ وفيه ما يأتي: أولا: شريك وهو ابن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، وقال الحافظ في " التقريب ": صدوق يخطيء كثيرا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة ". قلت: فمثله لا يحسن حديثه، لاسيما مع المخالفة التي أشار إليها ابن حجر بقوله: " لكن المحفوظ أنه موقوف

ثانيا: معفس بن عمران بن حطان، مجهول الحال، أورده ابن أبي حاتم (4 / 1 / 433) وذكر أنه روى عنه ثلاثة سماهم: أحدهم أبو المحجل هذا، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وأما ابن حبان فأورده في أتباع التابعين من " الثقات " (2 / 280)

ثالثا: أبو السنية هذا لم أجد له ذكرا فيما عندي من كتب التراجم، ولم يذكره الذهبي في " المقتنى في الكنى ". والله أعلم. وقد وقع تحريف كثير في سند الحديث هنا في المصادر المذكورة التي عزونا الحديث إليها، استطعت تصحيحه من التأمل فيها ومراجعة كتب الرجال، فهو في " الكنى " هكذا: " ... عن معفس بن عمر بن الخطاب عن أبي السنية قال:..... ". وفي المستدرك ": " عن صدقة بن أبي عمران بن حطان قال: ... "، وفي الديلمي: " عن السنية ". فهو مع هذا التحريف الشديد ليس فيه " عن أبي السنية "، ولا شيء منه! وفي ابن عساكر: " عن معفس بن عمران الشنية قال: ". وهذا تحريف شديد كما ترى، وقد صححت اسم معفس من " الجرح والتعديل " و" كتاب الثقات " ولكنهما لم يذكرا في ترجمته
كنيته، أوأي شيء يمكن أن نصحح منه كنية شيخه أبي السنية هذا. فأضفت هذه الزيادة من " الكنى ": " عن أبي السنية " إلى السند، نظرا لأنه زيادة على المصدين الآخرين، ولأن معفسا هذا من أتباع التابعين كما سبق، فلابد أنه بينه وبين أبي ذر واسطة، فلعله أبو السنية هذا. والله أعلم. وقد تقدم عن الحافظ أن المحفوظ في هذا الحديث الوقف على أبي ذر. وقد رواه ابن عساكر (19 / 20 / 2) من طريق يونس بن عبيد أن رجلا أتى أبا ذر فقال: أنت أبو ذر؟ قال نعم: قال: فسكت وسكت، ثم قال: فذكر بنحوه. ورجاله ثقات لكنه منقطع بين يونس بن عبيد وأبي ذر

বাংলা

১৮৫৩। খারাপ সাথীর চেয়ে একাকী উত্তম আর একাকী থাকার চেয়ে সৎসাথী উত্তম। চুপ থাকার চেয়ে কল্যাণকর কিছু লিখা উত্তম আর মন্দ কিছু লিখার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম।

হাদীসটি দুর্বল।

এটিকে দাওলাবী “আলকুনা” গ্রন্থে (২/১০৭), হাকিম (৩/৪৩৪-৩৪৪), দাইলামী (৩/১৪৫) আবূশ শাইখ সূত্রে ও ইবনু আসাকির (১৯/২১/১) শারীক হতে, তিনি আবুল মিহযাল হতে, তিনি মুয়াফফিস ইবনু ইমরান ইবনু হিতান হতে, তিনি আবুস সুন্নিয়্যাহ হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেনঃ আমি আবূ যার (রাঃ)-কে মসজিদে একাকী উলের কাপড় জড়িয়ে বসে থাকতে দেখেছি। তিনি বলেনঃ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ...।

আমি (আলবানী) বলছিঃ এ সনদটি দুর্বল। হাকিম এ ব্যাপারে চুপ থেকেছেন। আর হাফিয যাহাবী “তালখীস” গ্রন্থে বলেছেনঃ এটি সহীহ নয়, আর হাকিমও সহীহ আখ্যা দেননি। মানবী “আততাইসীর” গ্রন্থে ধারণা করেছেন যে, হাকিম এটিকে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আর "আলফায়েয" গ্রন্থে হাফিয যাহাবীর কথার পর বলেছেনঃ ইবনু হাজার বলেনঃ এর সনদটি হাসান। তবে নিরাপদ হচ্ছে এই যে, আবু যার (রাঃ) হতে মওকুফ হিসেবে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ কিভাবে এটি হাসান? যার মধ্যে নিম্নোক্ত সমস্যা রয়েছেঃ

১। শারীক হচ্ছেন ইবনু আব্দুল্লাহ কাযী। তিনি মন্দ হেফযের অধিকারী। হাফিয ইবনু হাজার "আততাকরীব" গ্রন্থে বলেনঃ তিনি সত্যবাদী, বহু ভুলকারী। কুফাতে যখন তাকে কাযীর দায়িত্ব দেয়া হয় তখন থেকে তার হেফযে পরিবর্তন ঘটে।

আমি (আলবানী) বলছি তার মত ব্যক্তির হাদীস হাসান (ভাল) হতে পারে না। এছাড়া বিরোধিতা তো আছেই যেমনটি হাফিয ইবনু হাজার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, নিরাপদ হচ্ছে এই যে, এটি মওকুফ।

২। মুয়াফফিস ইবনু ইমরান ইবনু হিতান। তিনি মাজহুলুল হাল (তার অবস্থা অজ্ঞাত)। তাকে ইবনু আবী হাতিম (৪/১/৪৩৩) উল্লেখ করে বলেছেন যে, তার থেকে তিনজন বর্ণনা করেছেন। একজন হচ্ছেন আবুল মিহজাল, তিনি তার সম্পর্কে ভাল-মন্দ কিছুই বলেননি। আর ইবনু হিব্বান তাকে “আসসিকাত” গ্রন্থে (২/২৮০) তাবে তাবেঈদের অন্তর্ভুক্ত উল্লেখ করেছেন।

৩। আবুস সুন্নিয়্যাহঃ আমার নিকট যেসব বর্ণনাকারীদের জীবনী গ্রন্থ আছে সেগুলোর মধ্যে তাকে পাচ্ছি না। হাফিয যাহাবীও তাকে “আলমুকতানা ফিল কুনা” গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। আর যেসব গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়েছি এগুলোর মধ্যে হাদীসটির সনদের মধ্যে বহু উল্টাপাল্টা ঘটনা ঘটেছে।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72736

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন